নাস্তিক্যবাদের নামে সততা না শঠতা!

নাজমা মোস্তফা

"ভিন্নমত" নামটি শুনে মনে হতে পারে এখানে বুঝি খুব ব্যতিক্রমধর্মী কিছু একটা হচ্ছে। আজ ২০০৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে ভিন্নমত ওয়েব সাইটের সেই নীতি বর্জিত কাজটির জবাবদিহিতার দাবী রেখে আমি এই কলামটি লিখতে বসেছি। তবে লেখাটি আমি সদালাপেই পোষ্ট করবো। আমি আমার অতি সাম্প্রতিক একটি লেখাতে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছি যে কিভাবে ভিন্নমতে আমাদের লেখাকে অতি অল্প দিনের মধ্যে কৌশলে সরিয়ে ফেলা হতো কিন্তু তাদের লেখা ঠিকই থাকতো। যার সফল পরিণতিতে আমরা ওখানে লেখা দেয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলি। আজ আবার সে সব ঘটনার বেশ কটি বছর পর তাদের সেই একই মন মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। পুরানো ঘটনাটি নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়লো বিশেষ একটি কারণে। রায়হান নামে এক লোক আমার বাতিঘর ডট কমের একটি লেখা নিয়ে প্রশ্ন করে লেখা পাঠান সদালাপে আগষ্টের শেষ সপ্তাহে। উল্লেখ্য এই রায়হান ভিন্নমতের লেখক, আমার তা জানা ছিল না। যার সহজ জবাব হিসাবে আমি অতি অল্প সময়ের মাঝেই ২৮ আগষ্ট এর জবাবে তিনটি লেখা পাঠাই, তবে নির্দিষ্ট করে একটি লেখা পাঠাই সদালাপে "রায়হান সাহেবের প্রশ্নের উত্তর" এই নামে। একই সাথে তিনটি লেখা পাঠাই বাকী দুটো ছিল নাস্তিক লোকদেরই ইঙ্গিতে লেখা। বাকী দুটো লেখার নাম ছিল "কেউবা মুদ্রার এপিঠ কেউ ওপিঠ" এবং আরেকটি লেখা ছিল "ওরা জন্মান্ধ তাই তোমায় মানছে না"। কি কান্ডটাই না করলো এই মুদ্রা ব্যবসায়ীরা, তারা আমার মুদ্রার আর্টিক্যালটি ধরিয়ে দিলে রায়হানের জবাব বলে। ভিন্ন মতবাদীরা এতই সৎ এবং শঠ যে তারা কৌশলে আমার হালকাভাবে একটি লেখা যাকে রায়হান সাহেবের প্রশ্নের জবাব বলে চালিয়ে দেয়। কিন্তু নির্দিষ্ট করে লেখা লেখাটি কৌশল করে এড়িয়ে যায়। উপরে নীচে দেয় তাদের লেখাগুলো এবং আমার একটি লেখা হালকা ভাবে ঢুকিয়ে রাখে। এ কাজটি করে তারা কি দেখাতে চায়? এটি করে তারা ভাবলো এতেই পাঠকরা দেখবেন "নাজমা মোস্ত ফা আজ কুপোকাৎ" । যারা সচেতন পাঠক, আপনারা যাচাই করুন প্রকৃত কুপোকাৎ কারা এখানটায়? এই তাদের খুটির জোর? শক্তির পরাকাষ্ঠা? এর নাম সততা? নিজেদের ওজন ভারী করতেই এ তাদের এক ব্যর্থ প্রয়াস, এটি নিশ্চয় সচেতন পাঠকদের বুঝার কথা! শুধু এ ঘটনায়ই আঁচ করা যায় এরা কি কুদশায় কাল কাটাচ্ছে। পাঠকেরাই অনুমান করেন, ব্যাপারখানা। নাস্তিক্যবাদের সততা এরেই বলে। যারা স্রষ্টা মানে না তাদের কোন নীতি লাগে না। যেখানে মাষ্টারের ভীতি নেই, সে ছাত্র যা করবে তাই তার নীতি। প্রয়োজনে সে এসব কুকর্মের সেঞ্চুরী করে বাহবা কুড়াবে।

আজ ভিন্নমত থেকে আমি একটি মেইল পাই কুদ্দুস খানের একটি লেখা ছেপেছে, আমি হঠাৎ কি মনে করে ভাবলাম দেখি উনার লেখাটি। যেই ঐ সাইটে গিয়েছি গিয়ে দেখি এই সেই নতুন সুরে পুরানো খেলা তারা আজো বহাল রেখেছে। আমি তো প্রথমে আমার লেখা দেখিই নি। বেশ পরে আমার চোখে পড়ে। আমি তাদের এ অসৎ আচরণ দেখে সত্যিই মনোক্ষুন্ন হয়েছি, স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। নীতির মানুষের সাথে তর্ক চলে কিন্তু নীতিহীনের সাথে কোন তর্ক চলে না। তবে এবারকার তাদের কৌশলটা একটু ভিন্ন। চিন্তা করেন এরা তাদের কাজে কর্মে এতই অবিশ্বস্ত যে চিন্তারও বাইরে। যেখানে আমি কখনোই তাদেরে অনুমতি দেই নি আমার কোন লেখা ছাপাতে। তারা কি হিসাবে বিনা

অনুমতিতে আমার লেখা দিয়ে এই প্রতারণার খেলা খেলতে পারলো! এতে তারা কি প্রমাণ করতে চাচ্ছে? সম্ভবত এটিই তারা দেখাতে চাচ্ছে যে দেখো কেমন করে আমরা জিতে গেলাম। কারণ এখানের বক্তা তো আগেই বলেছেন নাজমা মোস্তফা তো রাজনীতিবিদদের মতো হা হা করছেন এবার প্রমাণ হলো শুধু হা হা নয় তিনি এখন না না করছেন। মানে হেরে গেছেন!

সুসংগ্রহঃ "আর তুমি অবিশ্বাসীদের ও মুনাফিকদের আজ্ঞাপালন করো না, আর ওদের বিরক্তিকর ব্যবহার উপেক্ষা করো এবং আল্লাহর উপরে তুমি নির্ভর করো। আর আল্লাহই কর্ণধাররূপে যথেষ্ট। (সুরা আল-আহজাবএর ৪৮ আয়াত)।